পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা

১লা মাঘ ১৩৮৪ বাংলা : ১৫ই জানুয়ারী ১৯৭৮ ইং : ৫ই সফর ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১২.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই জানুয়ারী
১৯৭৮ ইং

৩১শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
o তফসীরুল-কুরআন : সুরা আল-কওসার	মুল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)	১
	ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	
o হাদিস শরীফ : নামায—শর্তাবলী ও অদব	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৭
o অমৃতবাণী : 'জুল-কারনাইন'	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)	৯
	অনুবাদ : শাহ্‌ মোস্তাফিজুর রহমান	
o জামাত আহ্‌মদীয়ার ৮৫তম সালানা জলসা	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৫
o জলসা (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	২২
o তালিমী পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী	মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৩
o শোক সংবাদ		২৫
o যিকরে খায়ের সভা	মিসেস বদরউদ্দীন আহমদ	২৬

রাবওয়া হইতে মোহতারম আমীর সাহেবের পত্র

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর সাহেব সম্প্রতি রাবওয়া হইতে প্রেরিত তাঁহার পত্রে জানাইয়াছেন যে, জলসায় তিনি মঙ্গলজনকভাবে যোগদান পূর্বক বাংলাদেশের সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির তরফ হইতে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এবং জলসায় উপস্থিত সকল বিশ্ব আহমদী জনতাকে সালাম ও দোওয়ার আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, "হুজুর আকদাস বাংলাদেশের জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে সালাম জানাইয়াছেন এবং দোওয়া করিতে বলিয়াছেন যাহাতে তাঁহার শীঘ্র বাংলাদেশে আগমন হয় এবং সেখানে গিয়া ব্যক্তিগতভাবে সকলকে পেয়ার ও মহব্বত করিতে এবং সকলের পেয়ার এবং মহব্বত গ্রহণ করিতে পারেন। আমাদের (আগামী ৩রা- ৮ঠা ও ৫ই মার্চ ৭৮ইং ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য) জলসা উপলক্ষ্যে পয়গাম এবং বুজুর্গান পাঠাইবার কথা হুজুর নোট করিয়া লইয়াছেন।……সকলকে আমার সালাম দিবেন। আমি সকলের জন্য দোওয়া করিতেছি।"

জলসায় যোগদানকারী ভ্রাতা জনাব ফরিদ আহমদ সাহেব মঙ্গলমত বিগত ৬।১।৭৮ তারিখে ফিরিয়াছেন। মহ্‌তারম আমীর সাহেব চলতি মাসের শেষ দিকে করাচী হইতে ফিরিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

— আহমদ সাদেক মাহমুদ

ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা

তারিখ : ২৮ ও ২৯শে জানুয়ারী ১৯৭৮ ইং

মোতাবেক, ১৪ ও ১৫ই মাঘ ১৩৮৪ বাংলা

স্থান : ক্রোড়া আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণ

ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসা আগামী ২৮ ও ২৯শে জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্‌। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে জলসায় যোগদান করিয়া উপকৃত হওয়ার জন্য সাদর আহ্বান জানান যাইতেছে।

—ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে।

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা

১লা মাঘ, ১৩৮৪ বাং : ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং : ১৫ই সুলাহ, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৮) পুনঃ ইমামতীর জন্য ইসলাম কোন বিশেষ বংশ বা জাতির শর্ত রাখে নাই। খৃষ্টানদিগের মধ্যে নির্ধারিত পাদরী ব্যতিরেকে অন্য কেউ উপাসনা করাইতে পারে না। হিন্দুগণের মধ্যে বিশেষ বংশের পণ্ডিত ব্যতিরেকে অন্য কেহ উপাসনা করাইতে পারে না। শিখদের মধ্যে গ্রন্থী ব্যতিরেকে অন্যে গ্রন্থ সাহেব পাঠ করিতে পারে না। কিন্তু ইসলাম এ ব্যাপারে বিশেষ বংশের বা শ্রেণীর মর্যাদা সংরক্ষণের নিয়মকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ইসলামী আইনে যে কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ইমাম হইতে পারে। ইহার জন্য কোন বিশেষ বংশ বা কোন বিশেষ পরিবারের মধ্য হইতে হওয়ার কোন শর্ত নাই।

ইউরোপীয়গণ যখন আমাদের দেশে আসে তখন তাহারা মুসলমানগণের এই বৈশিষ্ট দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে যাহার নিকট কোন সনদ নাই, সে নামায পড়াইতে পারে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেককে ইমামতীর হকদার বানাইয়া স্বীয় দরবারে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাকওয়াকে সনদ করিয়াছেন।

পুনঃ ইসলামী মসজিদে নামায পড়িবার সময় কওমী বা বংশের সম্মান রাখা হয় না। ইংরাজদিগের গীর্জায় বিভিন্ন পরিবারের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করিয়া নাম লেখা থাকে। লাট সাহেবের জন্য বিশেষ স্থান নির্ধারিত করা থাকে। কারণ তিনি গীর্জায় বৎসরে ২৫

পাউণ্ড চাঁদা দেন। এইভাবে প্রত্যেক পরিবারের পৃথক পৃথক বসার জায়গা করা থাকে। অন্য কথায়, খোদাতায়ালার ঘরেও স্থান বিক্রয় হয়। অন্যান্য ধর্মে অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান। বড় লোকদের জন্য ভাল জায়গা রাখা হয়। যথা-পাঠ হইতেছে, পণ্ডিত বলিতেছেন, কিম্বা গ্রন্থী গ্রন্থ পরিতেছেন, এমন সময় কোন বড়লোক আসিলে তিনি বলিয়া উঠিবেন "সরদার সাহেব আসিয়াছেন। আসুন, আসুন এদিকে আসুন সরদারজী।" কিন্তু মুসলমানগণের মধ্যে কেহ এরূপ করিলে, সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিবে এবং বলিবে তোমার নামায নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পরে যখন মুসলমানগণের সম্পদ বাড়িয়া গেল, তখন তাহাদিগের মধ্যে অহঙ্কার আসিতে আরম্ভ করিল। বাদশাহ যখন হজে যাইতেন তখন তাহার চাকর আগে হইতে মসজিদে যাইয়া মুসাল্লা বিছাইয়া দিত। একবার এই ভাবে বাদশাহের মুসল্লাহ বিছান ছিল এমন সময় এক গরীব উহার উপর দাঁড়াইয়া গেল। সিপাহী বলিল, "ইহা বাদশাহের মুসাল্লা, তুমি কেন ইহার উপর দাঁড়াইলে?" সে উত্তর দিল, "ইহা বাদশাহের দরবার নহে। এ দরবারে আমরা সকলে সমান" যখন সিপাহী তাহাকে বেশী চাপ দিতে লাগিল, তখন একযোগে সব নামাযী খাড়া হইয়া গেল এবং বলিয়া উঠিল, "ইহা বড় বাদশাহের অর্থাৎ খোদাতায়ালার দরবার, এখন দুনিয়ার বাদশাহের মর্যাদা এবং চাকরের মর্যাদা একই। এখানে একজন শক্তিশালী মানুষের যে স্থান, একজন গরীবেরও এখানে ঠিক সেইরূপ স্থান আছে।" এইরূপ বাক-বিতাণ্ডায় মসজিদে এক হট্টগোল হইল। তখন বাদশাহকেও নতী স্বীকার করিতে হইল। তদনুযায়ী মসজিদের বাহিরে তাঁহার জন্য এক জায়গা করা হইল যেখানে দাঁড়াইয়া তিনি নামায পড়িতেন। কারণ মসজিদে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে অন্যদের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। অদ্যাবধি অনেক ইসলামী হকুমত গুজরিয়া গিয়াছে, কিন্তু নামাযের মধ্যে কেহ কাহারও জন্য কোন বাঁধন বা সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। ধোপা, নাপিত বা কুমার কাহাকেও বাদশাহের পাশে দাঁড়াইতে কেহ বাধা দিতে পারে না। এমন কি বাদশাহও বাধা দিতে পারে না। সুতরাং ইসলাম একদিক যেমন সকল মুসলমানকে ইমামতীর বিষয়ে সমান অধিকার দিয়াছে, তেমনি মসজিদে নামাযে দাঁড়াইবার স্থান নির্বিশেষে সকলের সমান হক নির্ধারণ করিয়া মানুষের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

(৮) পুনঃ ইসলাম আর এক বাধা অপসারিত করিয়াছে। খৃষ্টানদিগকে উপাসনার জন্য গীর্জায় যাইতে হয়। হিন্দুকে মন্দিরে যাইতে হয় এবং শিখকে গুরুদুয়ারায় যাইতে হয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, جعلت لى الارض مسجدا "তোমাদিগের জন্য সারা যমীনকে মসজিদ বানানো হইয়াছে।" খৃষ্টান এবাদত কেবল গীর্জায় হয়, এবং হিন্দুদের মন্দিরে- কিন্তু পৃথিবীর সারা যমীন মুসলমানগণ সেজদা করিয়াছে। আমরা যখন পাহাড়ে যাই তখন জানিয়া শুনিয়া আমরা যেখানে পছন্দ নামায পড়ি। ইহা এই জন্য যে দুনিয়ার এমন কোন না থাকে যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত করা হয় নাই। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইসলামে কতখানি প্রসারতা আছে। ইসলামের যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালা মসজিদে সকলকে সমান অধিকার দিয়া নিজ দরবারে সাম্য কায়েম করিয়াছে, যেখানে জাতি, বর্ণ, বংশ ও পদ মর্যাদা নির্বিশেষে সকলকে মসজিদের মধ্যে দাঁড়াইবার স্থান সম্বন্ধে সমান অধিকার দিয়া মানুষের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেখানে جعلت لى الارض مسجدا "আমাদের জন্য সারা যমীনকে মসজিদ বানানো হইয়াছে" বলিয়া তিনি যমীনের প্রত্যেক খণ্ডের মধ্যেও সাম্য কায়েম করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ্য যে নামাযের সময় হইলে সফরের মধ্যে ট্রেনে, প্লেনে, বাসে ইত্যাদি যানবাহনেও বসিয়া নামায পড়া যায়।

(১০) পুনঃ একদিকে যেমন তিনি সারা যমীনকে মসজিদ বানাইয়া দিয়াছেন, সেখানে ফরযের সহিত নফলকে মিলাইয়া সকল গৃহকেও মসজিদ বানাইয়াছেন। কারণ নফল নামায সম্বন্ধে হযরত রসুল করীম (সাঃ) আপন আপন গৃহে পড়া পছন্দ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেঃ لا تجعلوا بيوتكم مقابر "নিজেদে গৃহগুলিকে তোমরা কবর বানাইও না।" অর্থাৎ, যেমন কবরে দাঁড়াইয়া নামায পড়া জায়েয নহে, তেমনি তোমরা নিজেদের ঘরগুলিকে কবরস্বরূপ মনে করিও না। বরং কিছু নামায মসজিদে পড় এবং কিছু নামায আপন গৃহে পড়। এইভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা যমীনের প্রত্যেক খণ্ডে এবাদতের জন্য পথ খুলিয়া দিয়াছেন।

পুনঃ নির্ধারিত আকারের এবাদত ছাড়া অনির্ধারিত আকারের এবাদতও আছে। যিক্‌র ও ফিক্‌র বা স্মরণ ও মনন অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার হামদ, তাসবীহ এবং দরূদ ইত্যাদি মনে মনে পাঠ করা এবং তাঁহার গুণাবলী চিন্তা করা। এই অনির্ধারিত এবাদত এই জন্য রাখা হইয়াছে যে নির্ধারিত আকারের এবাদত নির্ধারিত সময় ছাড়া হয় না। শয়নে, জাগরণে, বসা ও চলা সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে অনির্ধারিত আকারের এবাদত করা যায়। এতদ্বারা সময়ের মধ্যে এবাদতের জন্য সাম্য কায়েম করা

হইয়াছে। এক ব্যক্তি এক বুজুর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "যদি আমরা কেবল এবাদত করিতে থাকি, তাহা হইলে কাজ কখন করিব?" তিনি বলিলেন, "হাত কাজে রত এবং হৃদয় প্রেমাস্পদের স্মরণে রত রাখ। হাত দিয়া কাজ করিয়া যাও এবং উহার সহিত মনে মনে যিকরে এলাহী করিয়া যাও। চাকরী, ব্যবসায় বা দুনিয়ার যে কোন কাজই কর না কেন, উহার সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্মরণ করিয়া যাও।" মযহর জানে জানাঁ (রহঃ) এক বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি কবিও ছিলেন। মিয়া গোলাম আলি নামে তাঁহার এক খুব প্রিয় মুরীদ ছিল। একদিন বুযুর্গ সাহেব মজলিসে বসিয়াছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্ত আসিয়া তাঁহাকে মালাইয়ের লাড্ডু উপহার দিল। তিনি এই লাড্ডু পছন্দ করিতেন। তিনি দুইটি লাড্ডু তুলিয়া লইলেন এবং মিয়া গোলাম আলিকে দিলেন এবং বলিলেন, "নিশ্চয় তুমিও এই লাড্ডু পছন্দ কর। ইহা খুব মজাদার সুতরাং এ দুইটি লাড্ডু তুমি খাও।" কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি লাড্ডু দুইটি কি করিলে?" তিনি বলিলেন, আমি খাইয়া ফেলিয়াছি।" মযহর জানে জানাঁ সাহেব (রহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত শীঘ্র খাইয়া ফেলিলে?" মিয়া গোলাম আলি বলিলেন, "উহা কিই বা বস্তু ছিল। একবারে মুখে ফেলিয়া দিলাম এবং উহা মুখে মিলাইয়া গেল।" তিনি অবাক হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি দুইটি লাড্ডুই খাইয়া ফেলিয়াছ! মনে হইতেছে লাড্ডু খাইতে জান না।" তখন মুরীদ বলিলেন "আপনি দেখাইয়া দিন, কিভাবে লাড্ডু খাইতে হয়।" তিনি উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, আবার যদি কোন দিন লাড্ডু আসে, তাহা হইলে তোমাকে লাড্ডু খাওয়া শিখাইয়া দিব!" ইহার চার পাঁচ দিন পরে আবার এক মুরীদ লাড্ডু আনিল। মিয়া গোলাম আলি তাঁহার মুরশিদকে বলিলেন, আপনি সেদিন ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, আমাকে লাড্ডু খাওয়া শিখাইবেন। এখন আমাকে শিখান।" হযরত মযহর জানে জানাঁ সাহেব (রহঃ) এবং হযরত ওলি উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব (রহঃ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিতেন। ওলি উল্লাহ শাহ সাহেব দৈনিক ধোয়া কাপড় পরিতেন। যখন দিল্লীর বাদশাহ তাঁহার মুরীদ হইলেন, তখন তিনি তাঁহার জন্য দৈনিক পরিধেয় নূতন পোষাক তোহফা দিতেন। হযরত মযহর জানে জানাঁ সাহেবও বড়ই সুক্ষ্ম রুচি সম্পন্ন ছিলেন। কোন বস্তুকে টেরা-বাঁকা করিয়া রাখা দেখিলে তিনি রুষ্ট হইতেন। তিনি বলিতেন, "যে ব্যক্তি ইহাকে টেরা করিয়া রাখিয়াছে, তাহার দিল কিভাবে পরিষ্কার হইতে পারে?"

একবার এক বাদশাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিলেন। তাহার উজীর পিপাসা বোধ করিলেন। তিনি পানি পান করিয়া গেলাস উল্টাইয়া রাখিলেন। হযরত মযহর জানে জানাঁ (রহঃ) ইহা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বাদশাহকে বলিলেন, "আপনি কেমন ধারা বেকুফ মানুষকে উজীর রাখিয়াছেন যে গেলাসও সোজা করিয়া রাখিতে পারে না। মোট কথা, তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ও পরিপাটি থাকার সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন থাকিতেন। এখন আমরা পূর্বের কথায় ফিরিয়া যাইতেছি। হযরত মযহর জানে জানাঁ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সাবধানতার সহিত ফরশের উপর বিছাইলেন এবং উহার উপর দুইটি লাড্ডু রাখিলেন। অতঃপর এক লাড্ডুর ছোট একটি টুকরা লইয়া মুখে দিলেন এবং سبحان الله سبحان الله 'সুবাহানাল্লাহ সুবাহানাল্লাহ' বলিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, "মিয়া গোলাম আলি, তুমি কি কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, কিভাবে লাড্ডু তৈয়ার হয়। মযহর কি বস্তু, নগণ্য পানি বিন্দু হইতে সে সৃষ্ট হইয়াছে। অতঃপর একটা পিণ্ডে পরিণত হয়, তারপর মাংস, হাড্ডি এবং চামড়া সৃষ্ট হয়। অবশেষে আবার একদিন সে লয় পাইয়া যাইবে; কিন্তু আল্লাহকে দেখ, তিনি আরশে উপবিষ্ট আছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আসমানও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যমীনও সৃষ্টি করিয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে বাকী সকল বস্তুকেও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তু তাঁহার আয়ত্তাধীনে রহিয়াছে। পূর্বাপরের জ্ঞান তাঁহার নিকট আছে। তিনি যাহা চাহেন তাহা করিতে পারেন। তিনি জানিতেন এক সময়ে মযহর জন্মগ্রহণ করিবে, এবং সে মালাইয়ের লাড্ডু পছন্দ করিবে। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে তিনি তাহার জন্য মালাইয়ের লাড্ডু তৈয়ার করাইবেন। মিয়া গোলাম আলি, তুমি কি চিন্তা করিয়াছ, তিনি কিভাবে মিষ্ট সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি কৃষককে দিয়া আখ চাষ করাইলেন। তাহার পর উহা হইতে চিনি তৈয়ার করাইলেন এবং এ জন্য তিনি শত শত লোককে কাজে লাগাইলেন; ইহা এই জন্য যে মযহর লাড্ডু খাইবে।" এই ভাবে তিনি লাড্ডু বানাইবার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, অতঃপর মালাইয়ের সম্বন্ধে চিন্তা কর। গরু কি কি বস্তু খাইয়াছে। অতঃপর উহা হইতে দুগ্ধ হইয়াছে এবং দুগ্ধ হইতে মালাই তৈয়ার হইয়াছে। অতঃপর মালাই ও চিনির দ্বারা মিষ্টান্নকর লাড্ডু বানাইয়াছে। ইহা এই জন্য করিয়াছেন যে মযহর জানে জানাঁ একটি লাড্ডু খাইবে।" এই ভাবে তিনি লম্বা বর্ণনা দিয়া যাইতে লাগিলেন এবং আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আযান হইল এবং তিনি নামাযের জন্য চলিয়া গেলেন। লাড্ডু যেখানকার সেখানেই পড়িয়া রহিল।

"সুতরাং আমরা সকল সময় নামায পড়িলে কখন কাজ করিব, কারণ আমাদিগকে মানুষকে উপদেশ দিতে হয় এবং অপরাপর বহু কাজ করিতে হয়" প্রশ্নের উত্তর এই যে যিকর সকল সময়ে হইতে পারে। যে রুটি পাকায়, যদি একদিকে রুটি পাকায় এবং উহার সহিত 'সুবহানাল্লাহ' পড়িয়া যাইতে চাহে উহাতে বাধা কি আছে? সে রুটির লই বানাইতে বানাইতে 'সুবাহানাল্লাহ' পড়িতে পারে। ছড়াইয়া কাপড়ের উপর উহা রাখিবার সময় যদি সুবহানাল্লাহ পড়িতে চাহে, শিকে লাগাইয়া রুটি তুন্দুরে দিয়া নাড়িতে নাড়িতে যদি সুবহানাল্লাহ পড়ে, রুটি বাহির করিতে করিতে যদি সুবহানাল্লাহ পড়ে, তাহা হইলে রুটিও তৈয়ার হইয়া যাইবে এবং যিকরে-এলাহীও হইবে। বাজে কথা বার্তা না করিয়া যদি সে যিকরে-ইলাহী করে, তাহাতে তাহার ক্ষতি কি? যে মেয়ে মানুষ আটা পিষে, সে যদি একদিকে চাকী পিষে যায় এবং সুবহানাল্লাহ, আলহামদোলিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার যিকর করিয়া যায়, তাহা হইলে আটা কম হইবে না, অথবা আটা খারাপ হইবে না। ডাক্তার অপারেশন কালীন সুবহানাল্লাহ পড়িতে এবং আল্লাহতায়ালা মানুষের দেহে কিরূপ অপূর্ব নিযাম কায়েম করিয়াছেন, মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতে পারে। এইভাবে প্রত্যেক পেশাদার হাত দিয়া কাজ করিয়া যাইতে পারে এবং তৎসহ যিকরে ইলাহী করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সকল সময় নামায পড়া যায় না। আমরা উঠিতে, বসিতে, শুইতে, পানিতে সাঁতার কাটিতে—সবসময় সুবহানাল্লাহ পাঠ করিতে পারি। বন্দুক চালাইতে, মোটর চালাইতে চালাইতে যিকরে-এলাহী করা যায়। কিন্তু এই প্রকারের যিকরের ব্যবস্থা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মযহবে নাই। হিন্দু, যরথুস্তী কেহই তাহাদের ধর্মপুস্তক হইতে এইরূপ যিকরে ইলাহীর ব্যবস্থা দেখাইতে পারিবে না। কোনও ধর্মে ইহার নাম-নিশান পর্যন্ত পাওয়া যাইবে না। মোট কথা, আল্লাহতায়ালা এমন পথ খুলিয়া দিয়াছেন যে, যদি কেহ দেয়ানাতদার হয়, তাহা হইলে সে যিকরে-এলাহী করিতে বাধ্য হইবে। (ক্রমশ:)

---

০ "প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় তোমরা তাকওয়ার সহিত নিশা যাপন করিয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় তোমরা সততার সহিত দিন যাপন করিয়াছ"

হাদিস শরীফ

২৭। নামায—শর্তাবলী ও আদব।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৪২। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট জিব্রিল আলাইহেস্ সালাম আসিলেন এবং বলিলেন, 'উঠুন, নামায পড়ুন'। বস্তুতঃ হযরত জিব্রিল (আঃ) তাঁহাকে (সাঃ) যোহরের নামায তখন পড়াইলেন। তখন সূর্য হেলা আরম্ভ হইয়াছে। অতঃপর, আছরের নামায তখন পড়াইলেন, যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া উহার সমান হইয়াছিল। তারপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মাগরেবের নামায পড়াইলেন। তারপর, এশার নামায 'শফক' অর্থাৎ পশ্চিম আকাশে স্বেতিমা অদৃশ্য হওয়ার পর পড়াইলেন। অতঃপর উষার সময় ফজরের নামায পড়াইলেন। পরদিন জিব্রিল (আঃ) আবার উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে যোহরের নামায এমন সময়ে পড়াইলেন, যখন প্রত্যেক জিনিষের ছায়া উহার সমান হইয়াছিল। অতঃপর আছরের নামায তখন পড়াইলেন, যখন সব জিনিসের ছায়া উহার দ্বিগুন হইয়াছিল এবং মগরিবের নামায পূর্ব দিনকার ওয়াক্তেই পড়াইলেন। তারপর এশার নামায অর্ধরাত্রি বা এক তৃতীয়াংশ রাত্রি হওয়ার পর পড়াইলেন, এবং ফজরের নামায এমন সময়ে পড়াইলেন যখন আলো পুরাপুরি বিস্তৃত হইয়াছিল। অতঃপর হযরত জিব্রল (আঃ) বলিলেন, 'প্রত্যেক নামাযের আফজল (সর্বোত্তম সময়) এই দুই ওয়াক্তের মাঝামাঝি'। (মুসনাদ আহমদ, ৩:০ পৃঃ)

১৪৩। হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: নামাযের চাবী তাহারৎ, পাক সাফ হওয়া। নামাযের 'তহলীল' হইল 'তসলীম' অর্থাৎ, 'আল্লাহু আকবার' বলার পর নামায বাদে অন্য কোনো কথা বলা বা কাজ করা নিষেধ এবং সালামের পর যে সব কাজ নামাযে নিষিদ্ধ ছিল, সবই জায়েয (বৈধ) হইয়া পড়ে : [তিরমিযি, 'কেতাবুত তাহারাৎ ; বাবু মা জায়া আন মিফতাহুস সালাৎ আত তুহুর ; ১ : ৩ পৃ :]

১৪৪। হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আনহা বলেন যে আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'তকবীর' অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলিয়া নামায শুরু করিতেন। ইহার পর সুরা ফাতেহা পাঠ করিতেন। যখন 'রুকু' করিতেন, তখন মাথা উঁচু করিয়া রাখিতেন না এবং নীচেও ঝুকাইতেন না, বরং পীঠের বরাবর সমান রাখিতেন এবং যখন রুকু হইতে উঠিতেন, তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আবার সেজদায় যাইতেন এবং যখন সেজদা হইতে মাথা উঠাইতেন তখন পুরাপুরি বসিবার পর আবার সেজদা করিতেন, এবং দুই রাকাতের পর তাশাহুদের জন্য বসিতেন। ডান পা খাড়া রাখিতেন, বাম পা বিছাইতেন এবং এইরূপে বসিয়া তাশাহুদ পড়িতেন এবং শয়তানের ন্যায় বসা, অর্থাৎ গোড়ালীদ্বয়ের উপর বসা নিষেধ করিতেন এবং সেজদায় ডানা পাতা (দুই হাত বিছানো) নিষেধ করিতেন, যেমন নাকি চতুষ্পদ হিংস্র জন্তু তাহাদের ডানা পাতিয়া বসে। সর্বশেষে, তিনি (সাঃ) আস্‌সালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহে বলিয়া নামায সমাধা করিতেন।
['মসনদে আহমদ', ৬ঃ ৩ পৃঃ]

১৪৫। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন : "একদা আঁ- হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিল এবং নামায পড়িল। অতঃপর সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালামের খেদমতে উপস্থিত হইল। 'সালাম' বলিল। হুজুর (সাঃ) তাহার সালামের জবাব দিলেন এবং বলিলেন : 'যাও, পুনরায় নামায পড়। কারণ তোমার নামায হয় নাই।' সে যাইয়া আবার নামায পড়িল, এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-কে আসিয়া সালাম করিল। তিনি (সাঃ) তাহার সালামের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন : 'যাও, আবার নামায পড়। তুমি নামায পড় নাই।' এইরূপ তিনবার হইল। তখন ঐ ব্যক্তি আরজ করিল : 'সেই সত্বার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠাইয়াছেন। আমি ইহা অপেক্ষা ভাল নামায পড়িতে পারি না। এইজন্য আপনি আমাকে নামায পড়িবার শুদ্ধ উপায় বলুন। ইহাতে তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : 'যখন তুমি নামায পড়িবার জন্য দাঁড়াও, তখন 'তকবীর' বলিবে। তারপর যেমন পার কুরআন পড়িবে। তারপর, পুর্ণ প্রশান্তির সহিত রুকু করিবে। তারপর, সোজা দাঁড়াইবে। তারপর সম্পূর্ণ শান্তভাবে সেজদা করিবে। তারপর, সেজদাহ্ হইতে উঠিয়া পুরাপুরি বসিবে। অতঃপর, দ্বিতীয় সেজদাহ্ করিবে। এইরূপে সম্পুর্ণ নামায ধীরে ধীরে, থামিয়া থামিয়া উত্তমরূপে পড়িবে।"

['বুখারী', কেতাবুল-আযান', বাবু ওয়াজুবুল কেরাত লিল-ইমাম ওয়াল মামুম ফিস্ সালাতে কুল্লেহা,' ১ : ১০৪-১০৫ পৃঃ]

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ :
— এ, এইচ, এম. আলী আনওয়ার)

অমৃত বানী

জুল-কারনাইন

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

মসিহ মওউদ ও ইমাম মাহদী

খোদাতায়ালা কোরআন শরীফের সূরা কাহাফের মধ্যে বর্ণিত জুল-কারনাইনের কেচ্ছা সম্পর্কিত আয়াতসমুহের যে অর্থ ভবিষ্যৎবাণীর আকারে আমার উপরে প্রকাশ করেছেন, আমি তা নিম্নে বর্ণনা করছি। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, পূর্বকৃত অর্থকে বাতিল করা যাবে না। কেননা, যে অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক অতীতের, পক্ষান্তরে এখনকার এই অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক ভবিষ্যতের। বস্তুতঃ, কোরআন শরীফ কোনো কেচ্ছা-কাহিনীর গ্রন্থ নয়, বরং এর প্রতিটি কেচ্ছার ভিতরে নিহিত আছে এক একটি ভবিষ্যৎবাণী। আলোচ্য জুল-কারনাইনের কেচ্ছার মধ্যেও নিহিত আছে মসিহ মওউদের যামানার ভবিষ্যৎবাণী। যেমন, কোরআন শরীফে এই এবারত আছে যে,

ويسئلونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا

অর্থাৎ, এই লোকগুলো তোমার কাছে জুল-কারনাইনের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ওদেরকে বলে দাও যে আমি এখন তোমাদেরকে জুল কারনাইন সম্পর্কে সামান্য কিছু বলবো। অতঃপর তিনি বলেন, انا مكنا له في الارض واتينه من كل شيء سببا

অর্থাৎ, আমি তাঁকে মানে মসিহ মওউদকে—যিনি জুল-কারনাইন বলেও পরিচয় দিবেন—ভূপৃষ্ঠে এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবো যে, কেউ তাঁর কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আমি তাঁকে সর্বপ্রকারের সাজ-সরঞ্জাম দান করবো এবং তাঁর কার্যসমূহকে সহজ ও আছান করে দেব। স্মর্তব্য যে, এই ওহী বা ঐশীবাণী আমার জন্যও করা হয়েছিল, যা বারাহীনে আহমদীয়ার পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালা বলছেন : الم نجعل لك سهولة في كل امر

'আমি তোমার প্রতিটি কাজ তোমার জন্য সহজ করে দিই নাই কি?' অর্থাৎ আমি কি তোমার জন্য সেই সকল কাজ আঞ্জামের যোগান দিই নাই কি, যা তবলীগ ও

ইশায়াতে হক বা সত্যপ্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল? যেমন, ইহা সর্বজনবিদিত যে তিনি আমার তবলীগ ও সত্যের প্রচারকে সহজতর করার জন্য এমন সব মাধ্যম বা ছামান পয়দা করে রেখেছেন যা পূর্বেকার কোনো নবীর জামানাতেই মওজুদ ছিল না। বর্তমানে সকল জাতির যাতায়াতের রাস্তা খুলে গেছে, ভ্রমণের জন্য এমন সব সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে, বছরের রাস্তা দিনের মধ্যেই সফর করা সম্ভব। সংবাদ আদান প্রদানের এমন সব সুবিধাদি উদ্ভাবন হয়েছে, যার ফলে, হাজার ক্রোশ দূরের খবর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আদান প্রদান হতে পারে। প্রত্যেক জাতির ঐ সকল গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হচ্ছে যা এতকাল গুপ্ত ও অপ্রকাশিত ছিল। প্রতিটি বিষয়ের লেনদেনের জন্য মাধ্যম সৃষ্টি হয়েছে। পুস্তকাদির প্রকাশের যে সকল অসুবিধা ছিল, ছাপাখানার বদৌলতে তার সুরাহা হয়েছে এবং সেই অসুবিধাদি দূরীভূত হয়েছে এমন সব মেশিন তৈয়ারী হয়েছে যার সাহায্যে দশ দিনের মধ্যে এমন রচনা প্রকাশ করা যায়, যা আগের যামানায় দশ বছরেও প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। প্রচারেরও এমন সব অভাবনীয় মাধ্যমসমূহ উদ্ভাবিত হয়েছে যে, যার সাহায্যে যে কোন কেতাব চল্লিশ দিনের মধ্যে সারা দুনিয়ার সকল জনপদে প্রচারিত হতে পারে। বর্তমান যামানার পূর্বে কোনো লোকের পক্ষে, তার আয়ুষ্কাল খুব দীর্ঘ হলেও, এক শ' বছর ধরেও ঐ পরিমাণের বিপুল প্রকার—সম্ভবপর ছিল না।

অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন শরীফে বলেছেন:

فاتبع سببا ٥ حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة وجد عندها قوما - قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب و اما ان تتخذ فيهم حسنا ٥ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا ٥ و اما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى - وسنقول له من امرنا يسرا ٥

অর্থাৎ যখন জুল-কারনাইনকে, যিনি মসিহ মওউদ, প্রত্যেক প্রকারের মাধ্যম-ছামান দেওয়া হবে, তখন তিনি এক প্রকার ছামানের ব্যবহার শুরু করে দিবেন। তখন তিনি পাশ্চাত্যের দেশসমূহের ইসলাহের বা সংশোধনের জন্য কোমর বেঁধে কাজে লেগে যাবেন। তখন তিনি দেখতে পাবেন যে সত্যের সূর্য অর্থাৎ সাদাকাত ও হাক্কানীয়তের সূর্য একটা নোংরা জলাশয়ে অস্ত গিয়েছে। এবং তিনি ঐ নোংরা জলাশয় ও অন্ধকারের মধ্যে এমন একটি জাতিকে দেখতে পাবেন, যারা পাশ্চাত্য জাতি বলে অভিহিত হবে।

এর অর্থ এই যে, তিনি পশ্চিমী দেশগুলোতে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদেরকে ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত দেখবেন। না তাদের উপরে কোনো সূর্য থাকবে যা থেকে তারা আলো পাবে, না তাদের কাছে কোন পরিষ্কার পানি থাকবে যা তারা পান করতে পারবে অর্থাৎ তাদের এলমী ও আমলী অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। তারা রূহানী রওশনী ও রূহানী পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে। তখন আমি, জুল-কারনাইন অর্থাৎ মসিহ মওউদকে বলবো যে, এটা তোমার এখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে, চাইলে তুমি ওদেরকে আযাব দিতে পারো অর্থাৎ আযাব নাযল হওয়ার জন্য বদদোওয়া করতে পারো (যেমন সহি হাদিসে উল্লেখ আছে); অথবা ওদের সাথে নরম ব্যবহারের পথও এখতিয়ার করতে পারো। তখন জুল-কারনাইন অর্থাৎ মসিহ মওউদ জবাব দিবেন যে, আমি তাদেরকেই শাস্তি দেওয়াতে চাই যারা জালেম, তারা দুনিয়াতেও আমার বদদোওয়ার কারণে শাস্তি পাবে এবং পুনরায় আখেরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিন্তু, যে ব্যক্তি সচ্চায়ী থেকে মুখ ফেরাবে না এবং নেক আমল করবে, তাকে বদলা দেওয়া হবে; এবং তাদেরকে সেই সকল কাজ সম্পাদনেরই হুকুম দেওয়া হবে, যে কাজ সহজে ও আছানীর সাথে করা যায়। বস্তুতঃ, ইহা মসিহ মওউদের সত্যতার সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী যে তিনি এমন সময়ে আবির্ভূত হবেন, যখন পশ্চিমী দেশগুলোর লোকেরা ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকবে। এবং সত্যের সূর্য তাদের উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যাবে এবং তা একটা নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত জলাশয়ে অস্তমিত হবে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে সাচ্চায়ীর পরিবর্তে দুর্গন্ধময় আকিদা ও আমলই বিস্তার লাভ করবে। এবং সেটাই হবে তাদের পানি যা তারা পান করতে থাকবে। তাদের মধ্যে আলোকেরও কোনো নাম-নিশানা থাকবে না, তারা অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকবে। বলা বাহুল্য, আজকের খৃষ্টান ধর্মের অবস্থা ইহাই। এবং ইহাই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে কোরআন শরীফে। আর খৃষ্টান ধর্মের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিও বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহেই অবস্থিত। আল্লাহ্‌তায়ালা পুনরায় বলেছেন :—

ثم اتبع سببا ٥ حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم
لم نجعل لهم من دونها ستراً ٥ كذالك و قد احطنا بما لديه خبرا ٥

অর্থাৎ, পুনরায় জুল-কারনাইন যিনি মসিহ মওউদ এবং যাঁকে প্রত্যেক প্রকারের ছামান দান করা হবে, তিনি আর এক প্রকার ছামানের ব্যবহারে ব্যাপৃত হবেন। তখন তিনি প্রাচ্য দেশগুলোর লোকদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন। যে স্থান থেকে সত্যের সূর্য উদিত হয়, তাকে এরূপ অবস্থায় পাবেন যেন এমন একটা নাদান কওমের উপরে সূর্য উঠেছে

যাদের কাছে উত্তাপ থেকে বাঁচবার কোনো ছামানপত্র নেই। অর্থাৎ ঐ সকল লোক জাহের পরস্তী ও প্রাতুর্যা উত্তাপে জ্বলতে থাকবে এবং হকীকত বা সত্য সম্পর্ক বেখবর থাকবে। অথচ জুল-কারনাইন অর্থাৎ মসিহ মওউদের নিকটে সত্যিকার পরিত্রাণের সকল ব্যবস্থাই থাকবে, যার সম্পর্কে আমরা ভালভাবেই অবগত আছি। কিন্তু ঐ সকল লোক কবুল করবে না এবং ঐ লোকগুলার কাছে প্রাতুর্যা উত্তাপ থেকে বাঁচবার জন্য কোনো আশ্রয় থাকবে না। না ঘর, না ছায়াদার বৃক্ষ, না এমন কোনো কাপড় যা তাপ থেকে বাঁচাতে পারে। ফলে, সত্যের যে সূর্য উদিত হবে, তাই তাদের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দিবে। এই লোকগুলির একটা বিশেষত্ব এই হবে যে হেদায়েতের সূর্যের আলো এদের উপরে থাকবে এবং এরা ঐ সকল লোকের ন্যায় হবে না, যাদের উপর থেকে সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু এই লোকগুলি এই সত্যের সূর্য থেকে কোনো ফায়দা উঠাতে পারবে না। বরঞ্চ তার উত্তাপে এদের চামড়া জ্বলে যাবে, এবং কালো হয়ে যাবে, এবং চোখের জ্যোতি ম্লান হতে থাকবে। উল্লিখিত পার্থক্যের মধ্যে এই কথার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে, মসিহ মওউদকে আপন দায়িত্ব পালন কারার জন্য তিন পর্যায়ে কাজ করতে হবে :—

(১) প্রথমে তিনি সেই জাতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন যারা হেদায়েতের সূর্যকে হারিয়ে ফেলেছে, এবং এক প্রকার অন্ধকার ও নোংরা কর্দমাক্ত জলাশয়ের মধ্যে পড়ে আছে।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ তাঁর ঐ সকল লোকের জন্য হবে, যারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় সূর্যের নীচে বসা থাকবে। অর্থাৎ তারা আদবের সঙ্গে, হায়া-শরমের সঙ্গে কিংবা বিনয় বা শুভ ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কোনো কাজ করবে না। তারা নিরেট জাহের পরস্ত হবে, এবং সে কারণেই সূর্যের সঙ্গে লড়াই করতে চাইবে। সুতরাং ওরাও সূর্যের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে ; এবং সূর্য থেকে জ্বলন ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এতে ঐ সকল মুসলমানদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যাদের মধ্যে মসিহ মওউদ আবির্ভূত হয়েছেন বটে, কিন্তু তারা অস্বীকার ও বিরোধিতা করার চেষ্টা চালিয়েছে, হায়া, আদব, ও সুধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করার চেষ্টা করেনি। ফলে তারাও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। এরপর আল্লাহতায়ালা কোরআন শরীফে বলছেন :

ثم اتبع سببا ٥ حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما ٥
لا يكادون يفقهون قولا ٥ قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج
مفسدون فى الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم

سدا o قال ما مكنى فيه ربى خير فاعينونى بقوة اجعل بينكم وبينهم
ردما o اتونى زبر الحديد o حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
حتى اذا جعله نارا o قال اتونى افرغ عليه قطرا o فما اسطاعوا ان
يظهروه وما استطاعوا له نقبا o قال هذا من رحمة ربى -

পুনরায় জুলকারনাইন অর্থাৎ মসিহ মাউদ আর এক প্রকারের ছামানের ব্যবহার শুরু করবেন এবং যখন তিনি এই রকম এক মওকার মধ্যে এসে পোঁছবেন অর্থাৎ তিনি এমন এক নাজুক যামানা পাবেন যাকে بين السدين অর্থাৎ পাহার দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বলতে হবে—এর অর্থ এই যে, এমন একটা সময় তিনি পাবেন যখন মানুষ দুই তরফের ভীতির মধ্যে পড়ে যাবে অর্থাৎ পথভ্রষ্টতা-বর্বরতার শক্তির সঙ্গে প্রশাসনের শক্তি একত্রিত হয়ে—'যালালত কি তাকৎ হুকুমত কি তাকৎ কে সাথ মিল কর'—ভয়াবাহ দৃশ্যাবলীর সৃষ্টি করবে, তখন ঐ উভয় শক্তির মাতাহাতে বা বশবর্ত্তী তিনি একটি জাতিকে পাবেন, যারা তাঁর কথা কোনমতেই বুঝতে চাইবে না, অর্থাৎ তারা ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে পড়ে থাকবে, এবং গলৎ আকিদাসমুহের জন্য তাঁর হেদায়েতকে বুঝতে চাইবে না, যা তিনি পেশ করবেন। কিন্তু পরিশেষে বুঝতে পারবে এবং হেদায়েত পেয়ে যাবে। এবং এটাই সেই তৃতীয় কওম যারা মসিহ মওউদের হেদায়েত থেকে কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে এবং তাঁকে বলবে যে, হে জুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ জমিনের উপরে ফাছাদ সৃষ্টি করে রেখেছে। যদি আপনি চান তো আমরা কিছু চাঁদা সংগ্রহ করে দিই, যাতে আপনি ওদের এবং আমাদের মধ্যে একটা প্রাচীর তুলে দিতে পারেন। জওয়াবে তিনি বলবেন যে, এ ব্যাপারে খোদা আমাকে যে শক্তি দান করেছেন, তা তোমাদের চাঁদা থেকে উন্নততর। তবে হাঁ, তোমরা যদি কিছু সাহায্য করতে চাও, তো নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী করো, যাতে আমি তোমাদের ও ওদের মধ্যে একটা দেওয়াল তুলে দিতে পারি। অর্থাৎ এমনভাবে ওদের উপরে হুজ্জত পুরা করবো যে, ওরা যেন কোনো দোষ-ত্রুটি বা অপবাদের কোনো হামলা চালাতে না পারে। আমাকে লোহার পাতাসমুহ এনে দাও যাতে করে আসা-যাওয়ার রাস্তাগুলি বন্ধ করে দেওয়া যায়। অর্থাৎ নিজেদের অবস্থাকে আমার শিক্ষা ও দলিল-প্রমাণাদির দ্বারা এমনভাবে মজবুতির সঙ্গে কায়েম করো যেন নিজেরা লোহার পাতস্বরূপ হয়ে বিরুদ্ধ আক্রমণসমুহকে প্রতিহত করতে সক্ষম হও। এবং ঐ লোহার পাতে আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে থাকো, যতক্ষন পর্যন্ত না তা নিজে আগুন হয়ে যায় অর্থাৎ মহব্বতে এলাহী নিজেদের মধ্যে এমনভাবে উদ্দীপিত করে তোলে, যেন নিজেরা এলাহী রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে উঠতে পারো।

আলোচ্য আয়াতের পর আল্লাহ্‌তায়ালা বলছেন যে. জুলককারনাইন অর্থাৎ মসিহ্‌ মওউদ সেই জাতিকে, যারা ইয়াজুজ মাজুজকে ভয় পাবে, বলবেন যে আমাকে তামা এনে দাও. আমি তা গলিয়ে প্রাচীরের মধ্যে মিশিয়ে দিই, যাতে সেই দেয়ালের উপরে উঠবার বা উহার মধ্যে কোনো গর্ত করবার কোন সাধ্যই আর থাকবে না ইয়াজুজ মাজুজের।

উল্লেখ্য যে, লোহা অনেকক্ষণ আগুনের মধ্যে রাখলে আগুনের সুরত ধারন করে বটে কিন্তু গলাতে চাইলে বেশ বেগ পেতে হয়। পক্ষান্তরে তামাকে খুব তাড়াতাড়ি গলানো যায় এবং সালেক ব্যক্তির জন্য খোদাতায়ালার রাস্তায় গলে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। সুতরাং এতে এই কথার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে যে. এইরূপ উৎসর্গীত প্রাণ ও নরম প্রকৃতির লোকদেরকে আনো যারা খোদাতায়ালার নিদর্শনাদি দেখার পর গলে যাবে। কেননা শক্ত দেলের উপরে খোদাতায়ালার নিদর্শনের কোনো প্রভাব পড়ে না অথচ মানুষ শয়তানী হামলা থেকে তখনই মাহফুজ থাকে যখন সে দৃঢ়তায় লোহার মত হয়ে যায়. এবং সেই লোহা খোদাতায়ালার মহব্বতের আগুনে পড়ে আগুনের সুরত ধারন করে। অতঃপর হৃদয়কে বিগলিত করে সেই লোহার উপরে নিপতিত হয় এবং তাকে খারাব হয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। উদ্দেশ্য পূর্ণ করার বা লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য এই তিন প্রকারের শর্তই প্রয়োজনীয়, যা শয়তানী হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সদ্দে সেকেন্দরী বা শক্তিশালী প্রতিরোধ। এ অবস্থায় শয়তানী রুহ্ বা কারসাজি তখন না সেই প্রাচীরের উপরে উঠতে পারবে না তার মধ্যে কোনো গর্ত খুঁড়তে পারবে। এবং এও বলেছেন যে, ইহা খোদার রহমতের জনাই হবে। (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড)

ইহা আজিমুশশান ভবিষ্যদ্বাণী। এবং ইহার মধ্যে পরিস্কার ভাবে আমার আবির্ভাব, আমার সময় এবং আমার জামাতের খবর দেওয়া হয়েছে। অতএব মোবারক সেই ব্যক্তি যে এই সকল ভবিষ্যৎবাণী মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করে। কোরআন শরীফের একটি সুন্নত এই যে, ইহা এ ধরণের ভবিষ্যৎবাণীও করেছে যেমন, বর্ণনা অন্য কারো বটে, কিন্তু আয়েন্দা যামানার কোনো ভবিষ্যৎবাণী ব্যক্ত করাই সেই বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য। যেমন সুরা ইউসুফের মধ্যেও এই জাতীয় ভবিষ্যৎবাণী করা আছে। অর্থাৎ এতে আপাতঃ ভাবে তো একটি কেচ্ছাই বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে এই গুপ্ত ভবিষ্যৎবাণীও নিহিত আছে যে, যে ভাবে ইউসুফকে প্রথমে তার ভাইয়েরা হেকারত বা ঘৃণা ও অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছে, কিন্তু পরিণামে সেই ইউসুফকেই তাদের সর্দার বানানো হয়েছে। এইভাবে কোরেশদের বেলায়ও একই অবস্থার পুনরাবর্তন ঘটেছিল। বস্তুতঃ, একইভাবে ঐ লোকগুলো আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রদ করে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু, শেষে তাঁকেই, যাঁকে রদ করা হয়েছিল, তাদের পেশওয়া এবং সর্দার বানানো হয়। (লেকচার শিয়ালকোট)

তরজমা : শাহ্. মোস্তাফিজুর রহমান

জামাত আহমদীয়ার ৮৫ তম কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সালানা জলসা

রাবওয়ায় অসাধারণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

দেড় লক্ষ লোকের সমাগম, পঞ্চাশ হাজার মহিলার সমাবেশ

৩১টি দেশ হইতে আহমদীগণের যোগদান

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ), সেলসেলার উলামা ও বুজুর্গানের ঈমান উদ্দীপক ও সারগর্ভ বক্তৃতা দান

নিয়ম-শৃঙ্খলা, দোওয়া, যিক্‌রে-এলাহী ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতের পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ পরম আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় পরিবেশ

বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অচল বিশ্বাস এবং দৃঢ় সংকল্পের নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত ও অনুপম দৃশ্যাবলী

জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসা একটি আন্তর্জাতিক জামাতের আন্তর্জাতিক বার্ষিক সম্মেলন, যাহা প্রতি বৎসর জামাত আহমদীয়ার ধারাবাহিক ক্রমাগত উন্নতির প্রতীক এক আসমানী নিদর্শন হিসাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বৎসর জামাত আহমদীয়ার ৮৫ তম সালানা জলসা আল্লাহতায়ালার ফজলে জামাতের আন্তর্জাতিক হেড কোয়ার্টার দারুল-হিজরত রাবওয়াতে অভূতপূর্ব অসাধারণ সাফল্যের সহিত গত বৎসরের তুলনায় ২০ হাজার লোকের অধিক সংখ্যক লোকের সমাগমে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ৩১টি দেশ হইতে দেড় লক্ষ আহমদী মুসলমান বিপুল বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া, আল্লাহ্ ও রসুলের কথা শোনার এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যে জলসায় যোগদান করেন। অত্যন্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বত, নিঃস্বার্থ খেদমত, আত্মবিগলিত মনে দোওয়া ও এবাদতের স্বর্গীয় প্রশান্তিময় পরিবেশে অসংখ্য নিদর্শনাবলীর মধ্য দিয়া জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদোলিল্লাহ। পাকিস্তানের বহু শহর ও পল্লী হইতে শিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত ও জীবনের সর্বস্তরের হাজার হাজার গয়র আহমদী-গণও জলসায় যোগদান করিয়া এই জামাতের নিষ্ঠা, ইসলামী আদর্শ পালন ও জীবনে উহার

প্রতিফলন, খেলাফতের কল্যাণ ও বরকত, ঐক্য ও শৃঙ্খলা এবং ইসলামের জন্য অদম্য প্রেরণা স্বচক্ষে দর্শন ও স্বহৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। অনেকে তাহারা এই যামানায় বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিষ্ঠিত এই জামাতে বয়েতও গ্রহণ করেন। লণ্ডনের ডেলী টেলিগ্রাফের দুই জন জার্নালিষ্টসহ অন্যান্য বহু সংখ্যক সাংবাদিকও জলসায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও এই জামাতের নিষ্ঠা ও নজীর বিহীন নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখিয়া অভিভূত হন এবং তাহা অভিব্যক্ত করেন। 'আল-হামদু-লিল্লাহ আলা যালেক'। নিম্নে জলসার ধারাবাহিক অনুষ্ঠান-সূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দৈনিক আল-ফজল হইতে দেওয়া গেল:

(—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ)

জলসার প্রথম দিন ঃ

রবওয়া, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ ইং —আজ সোমবার জামাত আহমদীয়ার ৮৭ তম পবিত্র ও আশিসপূর্ণ বার্ষিক সম্মেলন (সালানা জলসা) আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও রহমতের মধ্যে আপন যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও বরকতের সহিত ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতপূর্ণ আত্মিক আনন্দমুখর পরিবেশে আরম্ভ হয়। সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) এক অতীব ঈমান উদ্দীপক ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোওয়ার দ্বারা ইহার উদ্বোধন করেন। হুজুর তাঁহার ভাষণে এই জলসার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই জলসা দুনিয়ার অপরাপর সাধারণ সভা-সম্মেলনের মত নয়। কেননা ইহার বুনিয়াদ সৈয়দনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সেই মহান আধ্যাত্মিক সম্মানিত পুত্র কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম স্বয়ং সালামতি, শান্তি ও নিরাপত্তার দোওয়া করি‍য়াছেন। উক্ত দোওয়াতে কেবল হযরত মসিহ মউওদ ইমাম মাহদী (আঃ)-ই শামিল নহেন বরং তাঁহার সেই জামাতও উহার অন্তর্ভুক্ত, যাহাদিগকে ليظهره على الدين كله (সমস্ত ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে) —কুরআনী শুভ সংবাদ অনুযায়ী এই জামানায় প্রেম ও মহব্বতের দ্বারা সকল মানবহৃদয়কে জয় করিয়া ইসলামের পতাকার নীচে একত্রিত করার মহান কাজ অর্পন করা হইয়াছে, এবং যে জামাত সম্বন্ধে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, এই সেলসেলার ভিত্তি প্রস্তর আল্লাহতায়ালা নিজ হাতে স্থাপন করিয়াছেন ; এবং ইহাতে যোগদানের জন্য জাতিসমুহকে তিনি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

হুজুর বলেন যে, যদিও এখন পর্যন্ত ঐ সমস্ত জাতি মহান সেলসেলা আহ্‌মদীয়ায় আসিয়া যোগদান করে নাই, কিন্তু তাহাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর কিছু নমুনা আজ এই মহতী জলসাতেও বহির্দেশের সেই সকল অধিবাসীর আকারে বিদ্যমান আছে যাঁহারা বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন জাতির সমবায়ে স্থাপিত জামাত সমূহের প্রতিনিধি হিসাবে এই পবিত্র জলসায় যোগদানের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন। হুজুর এ বিষয়ে আল্লাতায়ালার শোকর আদায় করেন যে, আমাদের এবারের জলসায় বিগত বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক ভ্রাতা ও ভগ্নি যোগদান করিয়াছেন। সুতরাং জলসার একদিন পূর্ব অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যার রিপোর্ট হইল এই যে, জলসার খাওয়ার স্লিপের হিসাব অনুযায়ী (যাহা অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়) বিগত বৎসরের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার এবং পুরুষদের সংখ্যা প্রায় সতের হাজার বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

পরিশেষে হুজুর আহ্‌বাবে-জামাতকে তাঁহাদের মোকাম ও মর্যাদার গুরুত্ব অনুধাবন করার, অতঃপর সেই অনুযায়ী নিজেদের দায়িত্ব সমূহ পালন করার এবং এই পবিত্র জলসার বরকত ও আশিস হইতে বেশীরও বেশী ফায়দা হাসিল করার জন্য নসিহত করেন।

বহির্দেশ হইতে আগত প্রতিনিধি দলসমূহ

হুজুর (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ভাষণের সময় জলসাগাহ্ শ্রোতৃমণ্ডলীতে ভরপুর হইয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের আনাচে-কানাচ হইতে আগত আহ্‌মদী মহিলা ও পুরুষ ব্যতীত বহির্দেশ সমূহ হইতে আগত সেই সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি, যাঁহারা একক ভাবে অথবা বিভিন্ন দেশের আহ্‌মদী জামাত সমূহের প্রতিনিধিদল হিসাবে জলসায় যোগদানের তওফিক ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যাও আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে বিগত বৎসরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং শুধু আমেরিকান আহ্‌মদী প্রতিনিধিদলই ছিল ৩৩ জন সম্বলিত এবং তাহাদের মধ্যে ছিলেন ১৫ জন নও-মুসলিম আহ্‌মদী ভগ্নি। ইণ্ডোনেশিয়ান আহ্‌মদীদের প্রতিনিধিদল ৩১ জন মহিলা ও পুরুষের সমবায়ে গঠিত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ১৮ জন ভগ্নি। ঘানা (পশ্চিম আফ্রিকা) হইতে ছয় জন আফ্রিকান আহ্‌মদীর প্রতিনিধিদল এবার জলসায় যোগদান করেন। জলসার প্রথম দিনের রিপোর্ট অনুযায়ী উপরোক্ত দেশগুলি ছাড়া ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, সুইডেন, ডেনমার্ক, ট্রিনডাড, ফিজি দ্বীপ-পুঞ্জ, মরিশস, মালয়শিয়া, নাইজেরিয়া এবং সিয়েরালিওনের জামাত সমূহের প্রতিনিধিবর্গও জলসা উপলক্ষে তাঁহাদের আন্তর্জাতিক জামাত আহ্‌মদীয়ার হেড কোয়ার্টার (মারকাজ) রাবওয়ায় আগমন করেন।

হুজুরের জলসাগাহে আগমন :

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) সকাল ৯টা ১৮ মিনিটের সময় যখন সভামঞ্চে আরোহণ করেন, তখন জলসাগায়হের আকাশ-বাতাস ইসলামী না'রা সমূহের দ্বারা মুখরিত হইয়া উঠে। যেহেতু তখনও ক্রমবর্ধমান জোঁয়ারের ন্যায় যোগদানকারীদের আগমন অব্যাহত ছিল, সেজন্য হুজুর কিছুক্ষণ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিলেন। অতঃপর কুরআন তেলাওয়াত এবং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর নযম (কবিতা) পাঠ অনুষ্ঠিত হইলে ৯টা ৪০ মিনিটের সময় হুজুর (আঃ) গগনবিদারী ইসলামী না'রা সমূহের মধ্যে তাঁহার ঈমান উদ্দীপক উদ্বোধনী ভাষণ দান আরম্ভ করেন। নিম্নে উহা সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া গেল :

হুজুরের উদ্বোধনী ভাষণ :

তাশাহুদ, তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুজুর (আইঃ) বলেন : আমাদের এই জলসা অপরাপর সাধারণ সভা-সম্মেলনের ন্যায় কোন জলসা নয়। ইহার বুনিয়াদ রাখিয়াছেন আল্লাহতায়ালা হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সেই মহান আধ্যাত্মিক সম্মানিত পুত্রের হাতে, যাঁহার সম্পর্কে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলিয়াছেন যে, যখন সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী দুনিয়াতে আগমন করেন, তখন আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে যেন সালাম পৌঁছান হয়। হুজুর (সাঃ আঃ) ইমাম মাহদী (আঃ)-কে সালাম পৌঁহানো সংক্রান্ত যে দোওয়া করিয়াছেন তাহাতে জামাতও শামিল রহিয়াছে। প্রকারান্তরে উহার জন্যও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম) সালামতি, শান্তি ও নিরাপত্তার দোওয়া করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা আমাদিগের সকলকেই ঐ সকল দোওয়া এবং সুসংবাদের সুযোগ্য পাত্র ও বাহক হওয়ার তওফিক দান করুন। আমিন।

হুজুর বলেন : এই জলসার উল্লেখ পূর্বক হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, এই সেলসেলার বুনিয়াদীপ্রস্তর আল্লাহতায়ালা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন। এতদ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে, এই বুনিয়াদী প্রস্তরের উপরে যে এমারত গড়িয়া উঠিবে, উহারও আল্লাহ্-তায়ালা স্বয়ং হেফাজত করিবেন, এবং দুনিয়ার শক্তিবর্গ উহার পথ রোধ করিতে পারিবে না। এই সেলসেলাকে আল্লাহ্তায়ালা এই উদ্দেশ্যে কায়েম করিয়াছেন, যাহাতে 'দ্বীনে-

হক'-কে মজবুতির সহিত জগতে কায়েম করিয়া দেওয়া হয় এবং ইসলামকে এমনরূপে জয়যুক্ত ও প্রবল করা হয়, যেন ليظهره على الدين كله—কুরআনী শুভ সংবাদটি পূর্ণ হয়। এই বিজয় ও প্রাধান্য তরবারী বা কোন আনবিক শক্তির দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং মহব্বত, প্রেম ও সহানুভূতির দ্বারা জগন্ময় মানবহৃদয়কে জয় করিয়া ইসলামের পতাকার নীচে 'উম্মতে ওয়াহেদা' বা একক মণ্ডলী রূপে একত্রিত করার কাজ আমাদের সোপর্দ করা হইয়াছে। অন্য কথায়, জামাতের যাবতীয় দুর্বলতা সত্বেও উহাকে আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহার এক হাতিয়ার স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাতে ইসলাম বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের মহান সুসংবাদ সমুহকে বাস্তবে পূর্ণ করার জিম্মদারী অপনাদিগকে আপনাদের কুরবানী সমুহের দ্বারা সম্পাদন করিতে হইবে। আমাদের এই প্রচেষ্টা ও মুজাহেদা কোন দুনিয়াবী ক্ষমতা অর্জনের জন্য নয়। বরং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের ঝাণ্ডা দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই মাত্র।

হুজুর বলেন: হযরত মসিহ মওউদ (আ:) বলিয়াছেন, যে, ইহা সেই জামাত, যাহাতে যোগদানের উদ্দেশ্যে জাতিসমূহকে তৈয়ার করা হইয়াছে। উক্ত সুসংবাদ তাঁহাকে সেই সময় দেওয়া হইয়াছিল, যে সময় জাতিসমূহ দূরে থাকুক, ব্যাক্তিবর্গও তাঁহার জামাতে যোগদান করে নাই। যদিও এই শুভসংবাদটি (ভবিষ্যত জাঁকজমকের সহিত) পূর্ণ হইবে, তথাপি উহার পূর্বাভাস ও লক্ষণসমূহ এখন হইতেই প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই সকল জাতির অগ্রবর্ত্তী বাহিনীর কিছু নমুনা এই জলসাতেও বহির্দেশের জামাতসমুহের প্রতিনিধি রূপে আমাদের সম্মুখে বসা আছেন। হুজুর বলেন, আমাদের খোদা সাচ্চা ওয়াদাকারী খোদা, এবং তিনি 'আল্লামুল-গুয়ুব'—সকল রহস্য ও সূক্ষ্ম গোপন বিষয়াদিরও সম্যক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি যে সকল ওয়াদা করিয়াছেন, উহাদের পূর্ণতার সূচনা মুলক লক্ষণ সমুহ প্রকাশিত হইতে শুরু করিয়াছে। সুতরাং দুনিয়াতে হক ও সত্যের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার প্রবাহ শুরু হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টধর্ম, যাহা ইসলামকে পরাভূত করার দাবীদার ছিল, এখন উহার নিজেরই এই অবস্থা যে, চার্চের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী প্রবাহ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বয়ং খৃষ্টান পাদরী ও স্কলার এবং গবেষকগণ খৃষ্টধর্মের মূলগত বিশ্বাসসমুহের বিরুদ্ধে গ্রন্থাদি রচনা করিতেছেন। এবং ইহাতে আমার বা আপনাদের চেষ্টার কোনই হাত নাই, আসমানের ফেরেশতাগণই, ইসলামের সাহায্য ও সমর্থনে কাজ করিতেছেন।

হুজুর বলেন, ইহা সেই জামাতের জলসা, যাহারা এই যামানায় ইসলামকে দুনিয়াতে বিস্তার দান করিবে। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকের আপন মোকাম ও মর্যাদা বুঝা উচিত! ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, আমরা নিতান্ত তুচ্ছ ও আজেয বান্দা। আমাদের মধ্যে কোনই শক্তি নাই। আমরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনুপরমানু বিশেষ, কিন্তু আমাদের খোদা ইহা বলিয়াছেন যে, আমি এই সকল তুচ্ছ অনু ও তৃণসমুহের দ্বারাই দুনিয়াতে ইসলামের সপক্ষে সেই মহান ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব সৃষ্টি করিব, যাহা মানবজাতি কখনও দর্শন করে নাই। আমরা আজ এখানে আমাদের মহান দায়িত্ব ও জিম্মাদারী সমূহ উপলব্ধি করিবার, অতঃপর উহা সম্পাদনের সংকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছি। সুতরাং জলসার এই পবিত্র দিনগুলি হইতে অধিকতর ফায়দা হাসিল করার প্রয়াস পান এবং এমন পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করুন, যাহা দৃষ্টে ফেরেশতাগণও যেন ঈর্ষা করেন। জলসার দিনগুলিতে রাবওয়ার পরিমণ্ডলী যেন একে অন্যের প্রতি 'আস্সালামু আলাইকুম'-এর দোওয়ার দ্বারা গুঞ্জরিত হইয়া উঠে। নিজেদের অধিকাংশ সময় দোওয়া ও যিকরে এলাহীতে অতিবাহিত করুন।

হুজুর বলেন: ইহা আল্লাহ্তায়ালার ফজল ও ইহ্সান যে, এবার আহ্বাব দৃশ্যমান রূপে অধিকতর সংখ্যায় জলসায় যোগদান করিয়াছেন। সুতরাং গতকাল (জলসার পূর্বদিন) ২৫শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যার রিপোর্ট হইল এই যে, মেহ্মানগণের খাওয়ার স্লিপের হিসাব অনুযায়ী মহিলাগণের মধ্যে প্রায় ২ হাজার এবং পুরুষগণের মধ্যে প্রায় ১৭ হাজার বিগত বৎসরের তুলনায় সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। আলহামদু লিল্লাহ্।

হুজুর মওসমের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে গতকাল যোহর ও আসরের নামাযের জন্য যখন আমি বাহিরে আসি, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এবং ছিটা ফোটা বৃষ্টিপাত হইতেছিল। আমি নামাযে দোওয়া করিলাম। আল্লাহ্তায়ালা এমনই ফজল করিলেন যে, নামায শেষ হইবার পূর্বেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল এবং আজ রোদও উঠিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ্।

পরিশেষে হুজুর পুনরায় নসিহত করেন যে, জলসার দিনগুলিতে বেশীরও বেশী রুহানী ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সকলকে নিষেধাবলী হইতে আত্মরক্ষার এবং আদেশাবলী পালনের তওফিক ও সামর্থ দান করুন এবং আমাদিগকে তাঁহার ফজল ও রহমতের ওয়ারিশ করুন। আমিন।

অতঃপর হুজুর বলেন, এখন আমরা ইজতেমায়ী (সমবেতভাবে) দোওয়া করিব। বস্তুতঃ আমাদের ইজ্তেমায়ী দেওয়া এই হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্তায়ালা যেন খাঁটী ও খালেস তৌহীদকে দুনিয়াতে কায়েম করিয়া দেন এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাহে ওসাল্লামের প্রেম প্রত্যেক মানবহৃদয়ে প্রবিষ্ট করেন। আমিন।

অতপর ইজতেমায়ী দেওয়া অনুষ্ঠিত হয়। তারপর হুজুর জলসাগাহ্ ত্যাগ করেন এবং জলসার কার্যক্রম অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী অব্যাহত থাকে।

উল্লেখ্য যে, প্রথম অধিবেশনে হুজুর (আইঃ)-এর উদ্বোধণী ভাষণের পর কর্মসূচী অনুযায়ী 'আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব (তুলনামূলকভাবে সিফাতে এলাহীর আলোকে)' এবং "সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম (যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার আদর্শের আলোকে)" বিষয়ে যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন মহতারম মির্যা আব্দুল হক সাহেব এবং মির মাহমুদ আহ্মদ, প্রফেসার জামেয়া আহমদীয়া। ঠিক বার ঘটিকায় প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়। জলসাগাহে যোহর ও আসরের বাজামাত নামাযান্তে দ্বিতীয় অধিবেশন ২ ঘটিকায় আরম্ভ হইয়া ৪-৩০ মিঃ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে এবং "হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশের ঘটনা এবং আধুনিক গবেষণা সমূহ," ও "আ রাহা'হায় ইস্ তরফ আহরারে ইউরোপ কা মিযাজ" এবং "আমেরিকার ডঃ জন আলেকজেণ্ডার ডোই সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী" বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মুকাররম শেখ আব্দুল কাদের, বশীর আহমদ খান রফিক, ইমাম লণ্ডন মসজিদ এবং সাহেবযাদা মির্যা আনাস আহমদ সাহেব। (ক্রমশঃ)

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার

৫৫ তম সালানা জলসা

তারিখ: ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই মার্চ ১৯৭৮ ইং

বংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসা আগামী ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই মার্চ ১৯৭৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্। জলসার সার্বিক কামিয়াবীর জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ খাসভাবে দোওয়া করিবেন। জলসার জন্য প্রত্যেক জামাত এবং ব্যক্তিবিশেষকে জলসা কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের পক্ষ হইতে পত্র দেওয়া হইয়াছে। তদানুযায়ী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি নিজেদের চাঁদা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হউন।

জলসা

১। দ্বীন ইসলামের রওনকে যাদের উথলে ওঠে মন
তারাই খোঁজে জলসার আভাস, শান্তি-সমীরণ।
"মীনারাতুল মসিহ-তে" যখন উঠল আজান সুর
জলসা-যাত্রার আহ্‌মদী-জগত আনন্দে ভরপুর।
জল্‌সা হবে কাদীয়ানে
বিশ্ব-ধর্মের প্রাণ-কেন্দ্র, সেই স্থানে।
জল্‌সা হবে রাবওয়ায়—
'দারুল আমান'—আবহাওয়ায়।
জল্‌সা আফ্রিকা, লণ্ডনে
খৃষ্টিয়ান নীতি খণ্ডনে।
জল্‌সা হবে, জল্‌সা হবে বাংলাদেশে
বন্ধু বৎসল ভালবাসার পরিবেশে।
আন্‌ল যখন আকাশবানী এসেছে মসিহ্‌, এসেছে মাহ্‌দী
সহস্র রজনী সহসা কাটিল চারিদিকে খুশীর স্বপ্ন, শা'দী।
আনন্দিত হও বাজিল ডঙ্কা নবীর অনুচর মোহড়া করে
'নাস্‌রুম্মিনাল্লাহু,' কণ্ঠে—"ফাত্‌হুন করীব" পরাণ ভরে।
২ তীর্থ যাত্রী নয় তাহারা, তারাই আলেখ্য 'আরাফাতের'
ও'শ-বেহুস্‌ নয় তাহারা গান বাজানায় হর্‌ রাতের।
এবাদতের জান্নাত আহা, কী মনোরম জল্‌সা-গাহ্‌'
কোরআন কিরণ আহরণ ছাড়া নাই কারও আর কোন চর্চা।
ঈসা, মুসা, হারুন, দাউদ
সবার মুখে মসিহ্‌ মাউদ।
ওমর, ওস্‌মান মঞ্চ 'পরে'
আস্‌মানী বক্তৃতা করে
জয়! মোহাম্মদ জিন্দাবাদ।
—জাগুক মানব মনে প্রাণে দ্বীনের সাধ!
স্থির চিত্তে ধীর চিত্তে শ্রোতৃবর্গ বসা
হাজার, হাজার দীন দরবেশ, কালে জাহাঙ্গীর শাহ্‌
খাও, পিও, ঐ লঙ্গর-খানা—নেয়ামতের দ্বার
খাদ্য-বণ্টন বিজ্ঞানীগণ দেখুক চমৎকার:
সংখ্যায় যত বাড়ুক মোমেন, ততই বাড়্‌বে খানা—
অজ্ঞদের অজানা—!
—জয়, জয়, জয় ইস্‌লামের জয়—
হাঁকছে আলমপানা।

—চৌধুরী আবদুল মতিন

তালিমী পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

অংশ গ্রহণে : আনসার, লাজনা ও খোদ্দামুল আহমদীয়া ।

বিষয় : হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তক ।

প্রশ্ন-১। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার তিনটি উৎস কি কি? এই সকল উৎসের যে কোন একটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন ২। ইসলাহ্ বা শুদ্ধির পন্থা কয়টি এবং কি কি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

প্রশ্ন—৩। পাপ বা অকল্যাণ পরিহার সম্পর্কিত চরিত্রগুণ গুলিকে পবিত্র কুরআনে চারিটি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই চারিটি চরিত্রগুণ কি কি অর্থ সহ লিখুন।

প্রশ্ন—৪। কল্যান সাধনের বা পরোপকারের সংগে সম্পর্কিত কয়েকটি চরিত্রগুণের উল্লেখ করুন এবং অর্থ সহ লিখুন।

প্রশ্ন—৫। "পবিত্র কোরআন খোদাতায়ালা সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদানের জন্য দুইটি পথ অবলম্বন করিয়াছে"—এই দুইটি পথ কি কি? যে কোন একটির সাহায্যে আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করুন।

প্রশ্ন—৬। টীকা লিখুন :

(ক) খালক ও খুলক (খ) একটি প্রিয় দোয়া সুরা ফাতেহা (গ) আলমে মা-আদ।

প্রশ্ন—৭। কুরআন শরীফে বারবার ইহাই বলা হইয়াছে যে, পরকাল নূতন কোন জিনিষ নহে বরং উহার সম্যক দৃশ্যাবলী এই পার্থিব জীবনেরই প্রতিচ্ছায়া ও স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ হইবে। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন—৮। কুরআন করীমের শিক্ষার দিক দিয়া তিনটি জগত সাব্যস্ত হয়, যথা—(১) আলমে কাসাব বা ইহকাল, (২) আলমে বরযখ এবং (৩) আলমে বা'স বা পুনরুত্থান জগত—বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

প্রশ্ন—৯। "ইহলৌকিক জীবনে যে সকল বিষয় আধ্যাত্মিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল—পারলৌকিক জীবনে ঐ সকলই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবে"—সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন—১০। "পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তৃতীয় সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ব এই যে, পরলোকে ~~শেষ~~ উন্নতির শেষ নাই"—এই উক্তির সূত্র অনুযায়ী প্রতিটি সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ব পরলোক সম্পর্কিত তিনটি সূক্ষ্মতত্ব কি কি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন

প্রশ্ন—১১। "ইসলামী নীতি দর্শন" পুস্তকের উর্দ্দু নাম কি? এই পুস্তকের পটভূমি উল্লেখ করুন।

প্রশ্ন—১২। টীকা লিখুন :

(ক) আদল, এহসান ও ইতায়ে যিল কুরবা, (খ) যাঞ্জাবিল বা আদা মিশ্রিত পানীয় ও রূহানী অবস্থা, (গ) এলমুল একীন, আইনুল একীন ও হাক্কুল একীন।

অংশ গ্রহণে ঃ আতফাল ও নাসেরাতুল আহমদীয়া

বিষয় :—হযরত মসীহ মওউদ (আ:) প্রণীত 'আমাদের শিক্ষা' পুস্তক।

১। ভাব-সম্প্রসারণ কর ঃ

"জগদ্বাসী তাহাদের সম্পদ ও বন্ধুবান্ধবদের উপর খোদাকে স্থান দেয় না. কিন্তু তোমরা তঁহাকে সকলের উপরে স্থান দাও।"

২। ব্যাখ্যা কর।

"তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহতা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তবে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হইয়া যাও।"

৩। ভাব-সম্প্রসারণ কর ঃ

"তোমরা যদি চাও যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে। কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না।"

৪। "তুমি যখন দোওয়া করার জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তোমার খোদা সর্ব বিষয়েই শক্তিমান।"—ব্যাখ্যা কর।

৫। "অন্যান্য জাতির অনুসরণ করিও না, যাহারা সম্পূর্ণরূপে উপকরণের উপরই নির্ভরশীল।" —ব্যাখ্যা কর।

৬। আল্লাহতা'লা মানুষের হেদায়েতের জন্য যে তিনটি জিনিষ দিয়াছেন সেগুলি কি কি? প্রত্যেকটি সম্বন্ধে দুইটি বাক্য লিখ।

৭। "একীন" বা দৃঢ় বিশ্বাস বলিতে কি বুঝ তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৮। "যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে না, সে আমার জামাতের অন্তর্ভূক্ত নয়"—এ কথার দ্বারা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) নামাযের প্রতি প্রত্যেক আহমদীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি এই ধরণের অন্যান্য কি কি বিষয় অত্র পুস্তকে বলিয়াছেন?

৯। "আল খায়রু কুল্লুহু ফিল কুরআন"-এর অর্থ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখ।

১০। "পবিত্র হইবার উপায় সেই নামায যাহা দীনতার সহিত পালন করা হয়"—উক্তির আলোকে নামাযের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১১। "লা ইক্রাহা ফিদ্দীন" কথাটির অর্থ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখ।

১২। "আমাদের শিক্ষা পুস্তকের লেখকের পুরা নাম কি? কোন্ মূল পুস্তক হইতে এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে? তুমি তাঁহার লেখা কি কি পুস্তক পাঠ করিয়াছ?

বি: দ্র: প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবদেরকে পূর্ব-ঘোষণা অনুযায়ী ২৭ অথবা ২৯ জানুয়ারী উপরোক্ত দুইটি পুস্তক অবলম্বনে পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। পরীক্ষার প্রস্তুতির সুবিধার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী দেওয়া হইল। এই সকল এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশেষ সভা/ক্লাশ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মুয়াল্লেম সাহেবদেরকে অনুরোধ জানাইতেছি। খাকসার—মো: খলিলুর রহমান, সেক্রেটারী, তালিম ও তরবীয়ত, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত বেদনার্থ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাইতে হইতেছে যে, ডা: মোহাম্মদ মুসা সাহেব বিগত ১৩।১।৭৮ তারিখ শুক্রবারে ফজরের আযানের সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৭ বৎসর। কিছুকাল হইতে তিনি হার্ট ব্লক এবং ডায়বিটিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। বিগত ৮।১।৭৮ তারিখে তীব্র রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। চিকিৎসার ব্যাপারে যথাসাধ্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, কিন্তু পরিশেষে আল্লাহতায়ালার কাযা ও কদরই প্রবল হয়।

মরহুম অত্যন্ত মুখলেস, বিনয়ী, ধৈর্যশীল, খেলাফত ও নেযামে জামাতের প্রতি আনুগত্যশীল, দোওয়া-গো, নিয়মিত তাহাজ্জুদ গুযার, চাঁদা আদায়কারী ও সকল মালী কুরবাণীতে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তিনি মূসী (অসিয়কারী)ও ছিলেন। কয়েক বৎসর যাবৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ আঞ্জুমানের সহকারী হিসাব-রক্ষক ও কোসাধক্ষ পদে জামাতের খেদমত করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যা রাখিয়া যান। উল্লেখ্য যে, মরহুম বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌ: মোহাম্মাদ সাহেবের ছোট ভাই ছিলেন।

মরহুমের আত্মার মাগফেরাত ও দারাজাত বুলন্দি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ খাসভাবে দোওয়া করিবেন। বাদ জুমা দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর নামায জানাযা পড়া হয় এবং আজিমপুর গোরস্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ লাজনা এমাউল্লাহর উদ্যোগে

'যিকরে খায়ের' সভা অনুষ্ঠিত

"উযকুরু মৌতাকুম বিলখায়ের"—(হাদিস)

বিগত ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭ ইং রোজ বুধবার বৈকাল তিন ঘটিকায় লাজনা এমাউল্লাহ, নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মুনশী আবদুল খালেক সাহেবের বাসায় এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহর মাননীয় প্রেসিডেন্ট বেগম মাসুদা সামাদ সাহেবা।

সভায় মোহতারমা মরহুমা সাহানারা বেগম সাহেবার (মিসেস নিছার আহমদ সাহেব) অকাল মৃত্যুতে সকলে আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে মরহুমা বিগত ২৮শে নভেম্বর '৭৭ রোজ মঙ্গলবার রাত্রি ১২-৪০ মিনিটে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গ্যাষ্ট্রিক আলসারে মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্নানিল্লাহে··· ··· রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩২ বৎসর।

সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ মরহুমার জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী জামাতের কাজের প্রতি ছিল তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা এবং আগ্রহ. বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া ঢাকার কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণে চাঁদার উসুলীর ব্যাপারে তিনি নারায়ণগঞ্জ শহর ছাড়াও মুনশীগঞ্জ শহর ও রিকাবী বাজারের জামাতে যেয়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। জামাতের কাজে ত্যাগ স্বীকারে তিনি ছিলেন বিশেষ আগ্রহী।

সভায় উপস্থিত সকলে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোওয়া করেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের হাফেজ ও নাসের হোন এবং তাঁর আওলাদগণকে নেকীর উপর কায়েম রাখেন এবং মরহুমা যেন তাদের দোওয়া চিরকাল পেতে থাকেন।

—মিসেস বদরউদ্দীন আহমদ

শুভ বিবাহ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী অবসর প্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার জনাব আবদুল আলী সাহেবের প্রথমা কন্যা মনুয়ারা বেগমের সঙ্গে চিত্রি নিবাসী জনাব ফজলুর রহমান চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব মামুনুর রশীদ চৌধুরীর দশ হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে বিগত ৮/১২/৭৭ইং তারিখে শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ উক্ত বিবাহ সর্বাঙ্গীন ভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ" পুস্তকে বলিয়াছেন:

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাঁহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca 1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar .